জীবনের জন্য যাকাত

দরিদ্র থ্যালাসিমিয়া রোগীদের চিকিৎসার্থে যাকাত দান করুন

০১৭৫৫ ৫৮৭ ৪৭৯

থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন হাসপাতাল

৩০ চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০২ ৮৩৩২৪৮১, ০২ ৪৮৩১৬১১৬
ওয়েব: www.thals.org, ইমেইল: info@thals.org

থ্যালাসিমিয়া কি?

থ্যালাসিমিয়া একটি মারাত্মক বংশগত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত শিশুরা তীব্র রক্ত স্বল্পতায় ভোগে এবং প্রতি মাসে ১ থেকে ২ ব্যাগ রক্ত গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। রক্ত গ্রহণের ফলে রোগীদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে ক্ষতিকর আয়রন জমা হয়। তাই রক্ত গ্রহণের পাশাপাশি থ্যালাসিমিয়া রোগীদের নিয়মিত লৌহ নিষ্কাষক ঔষধ খেতে হয়।

থ্যালাসিমিয়া রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। একটি শিশুর মাসিক চিকিৎসা-ব্যয় ন্যূনতম ৫০০০ টাকা। কোন দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এই ধরণের ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। তাই বেশীরভাগ সময়ই এসকল রোগীরা আংশিক চিকিৎসা পেয়ে থাকে।

চিকিৎসার জন্য কি যাকাত দান করা যায়?

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি। এটি একটি আর্থিক ইবাদত যার মাধ্যমে সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভাবগ্রস্ত ও সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয়।

যাকাত বিতরণের নিয়ম অনুযায়ী যারা মিসকিন, অর্থাৎ বার্ধক্য, রোগ, অক্ষমতা ও পঙ্গুত্বের কারণে যারা যথেষ্ট উপার্জন করতে পারেন না তারা যাকাত গ্রহণ করতে পারেন।

কেন থ্যালাসিমিয়া রোগীদের জন্য যাকাত দান করবেন?

দরিদ্র রোগীরা অর্থাভাবে চিকিৎসা নিতে না পেরে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপনার দান করা যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে এই রোগীদের চিকিৎসা করা সম্ভব। যথাযথ চিকিৎসা পেলে থ্যালাসিমিয়া রোগীরা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। তাই জীবন বাঁচাতে যাকাত দান করুন।

বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন থ্যালাসিমিয়া রোগীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। থ্যালাসিমিয়া রোগীদের চিকিৎসা এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য আমরা ২০০২ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

ঢাকার শান্তিনগরে থ্যালাসিমিয়া রোগীদের জন্য আমাদের একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে যেখানে ৩৮১৯ জন রোগী নিবন্ধিত আছে (এপ্রিল ২০২১)। আমরা প্রতি মাসে প্রায় ১,৫০০ জন থ্যালাসিমিয়া রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করি।

আমরা কিভাবে যাকাত সংগ্রহ করি?

দরিদ্র থ্যালাসিমিয়া রোগীদের চিকিৎসায় সাহায্য করার জন্য আমরা ২০০৮ সাল থেকে যাকাত সংগ্রহ শুরু করি।

প্রতিবছর রমজান মাসে আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক, দাতা, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে যাকাতের আবেদন করি। এছাড়া আমরা ফেসবুক, এস.এম.এস এবং চিঠি পাঠিয়ে ফাউন্ডেশনের যাকাত ফান্ডে দান করার জন্য প্রচার করি।

যাকাত হতে প্রাপ্ত অর্থ একটি সুদমুক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হয়।

কিভাবে যাকাত বিতরণ করা হয়?

যে সকল দরিদ্র রোগী চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে অক্ষম তারা যাকাত তহবিল হতে চিকিৎসার্থে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনটি ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক যাকাত বিতরণ কমিটি যাচাই বাছাই করে অনুমোদনের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির কাছে পেশ করে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর রোগীরা যাকাত তহবিল থেকে চিকিৎসার্থে অর্থ বরাদ্দ পান। গত ৮ বছরে যাকাত গ্রহীতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েছে।

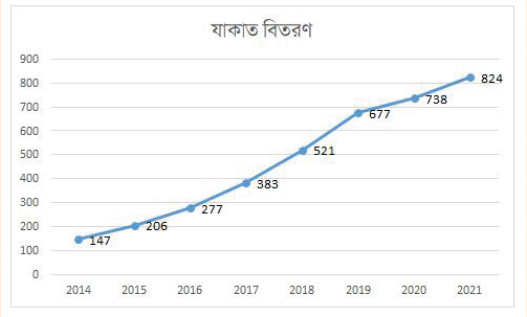

যাকাতের সুবিধাভোগী রোগী

কিভাবে যাকাত প্রদান করবেন?

আমাদের যাকাত ফান্ডে দান করার জন্য নানা উপায় রয়েছে। আপনার সুবিধামত উপায়ে যাকাত পাঠিয়ে আমাদের জানাবেন। আমরা প্রাপ্তি স্বীকার করব এবং আপনাকে মানি রিসিট প্রদান করব।

ব্যাংক একাউন্ট

আপনি আমাদের ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারেন বা অনলাইন ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারেন।

বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন (যাকাত ফান্ড)
একাউন্ট নং- **১০০৭২৭৬২৯৩০০১**
আই.এফ.আই.সি ব্যাংক
শান্তিনগর শাখা, ঢাকা

এই একাউন্টে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো যাবে না।

মোবাইল ব্যাংকিং

বিকাশ/নগদ মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট: ০১৭২৯২৮৪২৫৭
রকেট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট: ০১৭২৯২৮৪২৫৭১

এই নাম্বারে টাকা পাঠাতে মেনু থেকে 'পেমেন্ট অপশন' নির্বাচন করুন এবং কাউন্টারে '০' ব্যবহার করুন। ট্রান্সফারের পর দয়া করে ট্রানজেকশন আইডিটি আমাদের জানান।

অনলাইন পেমেন্ট

অনলাইনে ভিসা, মাস্টারকার্ড এবং অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দান করতে ভিজিট করুন- **thals.org/zakat**

নগদ দান

নগদ টাকা দান করতে শান্তিনগরস্থ আমাদের হাসপাতালে আসলে আমরা খুশি হব। আপনি আমাদের কার্যক্রম দেখার পাশাপাশি আমাদের রোগীদের সাথেও কথা বলতে পারবেন।

আপনি চাইলে আমাদের একজন কর্মী আপনার সুবিধামত স্থান থেকে নগদ বা চেক সংগ্রহ করবে।

ছেলের রোগের কারণে আমার সংসার ভেঙ্গেছে। অন্যের ফসলি জমি ও বাসা বাড়িতে কাজ করি। আমার ঘর দরজা কিছুই নাই তারপরও আমার কাছে ছেলের তুলনায় অন্য কিছু মূল্যহীন। সকলে বলে ছেলে তো বেশি দিন বাঁচবে না, চিকিৎসা করিয়ে কি হবে। আমি অন্যের কথায় কান দেই না। ছেলেটা আমাকে মা বলে ডাকে এতেই আমার শান্তি।

- সবুজা বেগম, মা